সংবাদ

তারিখ 23 AUG 2017
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

রাজশাহীতে প্রা. শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বৃত্তির ফল জালিয়াতি

জেলা প্রা. শিক্ষাকর্তা গ্রেফতার

প্রতিনিধি, রাজশাহী

রাজশাহী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এমএ কাশেমকে গত সোমবার গ্রেফতার করা হয়েছে। ২০১৫ সালের নভেম্বরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বৃত্তির ফল জালিয়াতির ঘটনায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুদক রাজশাহী সমন্বিত জেলার উপ-পরিচালক শেখ ফায়াজ আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দুদক রাজশাহী সমন্বিত জেলার উপ-পরিচালক শেখ ফায়াজ আলম সাংবাদিকদের জানান, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বৃত্তির ফল জালিয়াতির ঘটনায় তাকে সকালে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে রাজপাড়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২০১৫ সালের নভেম্বরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বৃত্তির ফল জালিয়াতির ঘটনায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবুল কাশেমকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। বৃত্তির ফল জালিয়াতির অভিযোগে 'সুশিক্ষা আন্দোলন' নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে অভিভাবকরা আন্দোলন করেন। পরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সাইফুল ইসলাম অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেন। ওই তদন্ত প্রতিবেদনের পর ডিপিইও আবুল কাসেমসহ তৎকালীন বোয়ালিয়া থানা শিক্ষা কর্মকর্তা রাখি চক্রবর্তী ও অফিস সহকারী সোনিয়া রওশনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলাসহ কেন চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না মর্মে শোকজ করে তার জবাব চাওয়া হয়। তদন্তের পর গত ৩০ নভেম্বর ডিপিইও আবুল কাশেমকে প্রত্যাহার করা হলেও কয়েক দিনের মাথায় আবারও তা স্থগিত হয়ে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষার রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, ২০১৫ সালের পিইসি পরীক্ষার মাধ্যমিক বৃত্তি নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে গত ১৭ এপ্রিল থানা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে সংশোধিত ফলাফল পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেই সঙ্গে আগের ৪০ জনের বৃত্তি বাতিল করে নতুন করে যোগ্য ৪০ জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়। বৃত্তি বাতিল করা এই ৪০ শিক্ষার্থীকে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে বৃত্তি বাবদ উত্তোলিত অর্থ সংশ্লিষ্ট খাতে জমা করতে বলা হয়। বৃত্তি নিয়ে জালিয়াতি হয়েছে অভিভাবকদের নিকট থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরে গত জুলাই মাসে রাজশাহীতে এসে এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সাইফুল ইসলাম তদন্ত করেন। তিনি গত ১৭ জুলাই মহাপরিচালকের কাছে এই তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। এই প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি রাজশাহী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবুল কাসেমসহ তিনজন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নামে বিভাগীয় মামলাও হয়।